কুটীরের গান

Composed at **The New Press,** 4B, Bijoy Mukherjee Lane,
Bhowanipur, & Printed by B. Chatterjee, at Kalitara Press,
16, Townshend Road, Bhowanipur, Calcutta.

কুটীরের গান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
৩২।১বি, গোবিন্দ বসুর লেন,
ভবানীপুর, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ,
শ্রাবণ, ১৩৪১

দাম দেড় টাকা

এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'বঙ্গশ্রী', 'কালি-কলম', 'কল্লোল' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

যাঁহাদের লেখার অনুবাদ এই গ্রন্থে দিয়াছি, তাঁহাদের সকলের নিকট অনুমতি লইবার সুযোগ আমার হয় নাই, এজন্য, আশা করি, তাঁহারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

যে-সকল শিক্ষক, সাহিত্যিক ও বন্ধু আমাকে সাহিত্যচর্চ্চায় উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমি ঋণী। আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ দে মহাশয়ের জ্ঞান-সাধনার আদর্শ আমি কোনদিন ভুলিতে পারিব না। দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও যে বাণীপূজা অসম্ভব নহে, ইহা তাঁহারই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি বুঝিয়াছি।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীযুক্ত রাধেশ রায়, শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু, এবং ক্ষমতাবান্ শিল্পী শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে আমি সাহায্য পাইয়াছি। এজন্য ইঁহাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভক্তি-ভাজনেষু—

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
কুটীরের গান	...	১
এই বন্দরখানি	...	৮
বর্ষারাত্রি	...	১০
মহাকাল	...	১২
রাত্‌ভিখিরী	...	১৬
রহস্য	...	১৮
বেহুলা	...	২১
আমারে বেঁধেছে নদী	...	২৬
বরণ	...	২৮
শেষ রাত থেকে নেমেছে বাদল		৩০
ভাদ্র-ভোরে	...	৩৩
আজ শরতে	...	৩৬
চেয়েছিনু তব মুখপানে	...	৩৯
শরতের দিনে	...	৪১
বেতস-লতায়	...	৪৪
দূর-তৃষ্ণা	...	৪৬
জীবন-সন্ধ্যায়	...	৪৭
প্রথম মানব	...	৫১

বিষয়		পৃষ্ঠা

ঘুম-নিঝুমি	...	৫২
অতৃপ্ত পরাণ	...	৫৪
সান্ত্বনার বাণী	...	৫৬
গাঁয়ের স্বপনে ভুলি	...	৫৭
শরতে	...	৫৯
শরৎ-প্রভাতে	...	৬১
সাদাঘোড়ার সওয়ার	...	৬২
মানুষের সুখে দুঃখে গাঁথা ছিল এদের পরাণ		৬৬
গরীব ছেলেদের গান	...	৬৭

কুটীরের গান

আমাদের এই কুঁড়ে-ঘরখানি
বিলের কূলে,
আঙিনা ছেয়েছে রাঙা-রাঙা কত
জঙ্‌লা ফুলে।
বাদলের দিনে তরুছায়া-তলে
এ কালো বিলের ঘন-কালো জলে
এপার ওপার আঁধারে আবরি'
কি মায়া দুলে!
কুঁড়ে-ঘরখানি ছবির মতন
বিলের কূলে।

ভোর হ'তে কেউ ডিঙি বেয়ে যায়
গাঁয়ের লোকে,
আব্‌ছা আলোয় স্বপনের মত'
লাগে এ চোখে।
রোদ হেসে ওঠে, হাসে বিলখানি,
দুলে' দুলে' ওঠে কি মোহে না জানি
জলে ডোবা-ডোবা ধানক্ষেতগুলি
নেশার ঝোঁকে।
স্বপনের মত' লাগে এ সকল
আমার চোখে।

কুটীরের গান

ধান-শীষে-শীষে শিহরিয়া ওঠে
পাখীর গান,
ফড়িঙেরা ওড়ে ভোরের আলোক
করিয়া পান।
'ভেসাল'-জেলের জাল ঘিরে' দূরে
কাক-চিল যত ওড়ে ঘুরে' ঘুরে',
—বিলের প্রান্তে আকাশের মেঘ
করিছে স্নান।
কাশ-বনে ডাকে কোড়া-পাখীগুলি
কাঁপায়ে প্রাণ।

বোঝাই নৌকা ধীরে ধীরে চলে
গঞ্জ-পানে,
পল্লী-কিশোরী পলকে চকিত
দৃষ্টি হানে।
দেখে সে নৌকা চলে ছলছলি'
শাদা-শাদা কত না'লফুল দলি',
—মাছরাঙাগুলি উড়িছে, ঘুরিছে
লুব্ধ প্রাণে;
চির-পরিচিত কাকের কণ্ঠ
পশিছে কানে।

কুটীরের গান

দূরে নীল-নীল টিনের চালায়
কাকের মেলা ;
পিছনে সবুজ,—উপরে শুভ্র
মেঘের খেলা।
তরুপল্লবে ছায়া-করা পথে
আলোকের কণা ঝরে শতে শতে,
ঝিক্ ঝিক্ করে ছায়ার উপরে
সারাটি বেলা,
—ছায়ার বক্ষে আলোক-শিশুর
মধুর খেলা।

আমাদের এই চালের উপরে
কুমড়া-ফুলে,
লাউয়ের লতায়, জবাফুলগাছে
তুলসী-মূলে—
শাদা রোদটুকু হেসে ওঠে ভোরে,
চপল লীলায় যায় দোর-গোড়ে,
চিক্ চিক্ করে, হেথায় হোথায়
বেড়ায় দুলে',
ছবিতে, মাচাঙে, মাটির দেয়ালে,
জানালা-মূলে।

কুটীরের গান

পাশে ও বাড়ীর খড়ের গাদায়
ছেলের দল
দস্যিপনায় মিটায় তাদের
কৌতূহল।
ধমক শুনিয়া থামে, ফের মাতে,
তারি কৌতুক হেরি প্রতি প্রাতে,
গানের মতন সুরে ভরি' ওঠে
পল-বিপল,
জীবনের লীলা ফুটে ঝরে কত
গাঁয়ের তল।

দিক্-জোড়া এই কাজলী-বিলের
কাজল জলে
রাতের আঁধার ঘনায় যখন
ছায়ার তলে,
আকাশ জুড়িয়া চেয়ে রয় তারা,
রাত্রি-পাথারে সম্বিৎ-হারা,
বিপথী মাঝির নায়ের প্রদীপ
থমকি' জ্বলে,
তিমিরের পানে চাহিয়া মাঝির
পরাণ টলে।

কুটীরের গান

জ্যোছনা-সাঁঝের ভাঙা-চাঁদখানি
কুটীর-'পরে
ছবির মতন চেয়ে থাকে শাদা
মেঘের থরে।
হাসে তার আলো শিশুদের মুখে,
শেফালির পাতে, বনানীর বুকে,
সারা বিল ভরি' কুমুদীর হাসি
উছলি' পড়ে,
শরৎ রাতির স্মৃতির স্বপন
ভুবন ভরে।

ঘিরিয়া মোদের খড়ো-চাল এই
কুটীরখানি,
সারা দিনরাত কত গান ওঠে,
অবাক্ মানি।
জাল বোনে বুড়ো, গায় নিজ মনে,
গৃহকাজে রত বধূ গৃহ-কোণে,
মেঘ্‌লা বেলায় ছেলেরা ঘুমায়
কাঁথাটি টানি',
সবি যেন লাগে ছবির মতন,
অবাক্ মানি।

কুটীরের গান

জীবনের এই ছোটখাটো কাজে
কতনা সুরে
কত গান শুনি নিতি নিতি এই
পল্লী-পুরে।
আকাশের কোণ মেঘে ভরা আজ,
থেকে থেকে ঘন গরজিছে বাজ,
দুপুর চলেছে—রাত্ এলো যেন
ভুবন জুড়ে',
ভিজে ভিজে বধূ মাজিছে বাসন
হোথায় দূরে।

চলায়-ফেরায়, মধু চাহনিতে,
ব্যস্ততায়,
সেবায়, সরমে, লীলায় কি যেন
মহিমা ছায়।
শীতের রাত্রে উনানের পাশে
বসে' বসে' মনে কত কথা ভাসে,
রান্নাঘরের ধোঁয়া ঘুরে' ঘুরে'
আকাশে যায়,
অলস স্বপন তারি সাথে সাথে
পরাণ ছায়।

কুটীরের গান

আমার এ গান কুটীরের গান—
আমি যা' শুনি,
অলস বেলায় এই গৃহ-কোণে
স্বপন বুনি।
ঘাটের কোণায় নিরমল মুখ,
কানে আসে শুধু রিণিঝিনি টুক্,
টুং টাং করে বাসন-কোষণ
গেলাস-গুনি,
আমি শুনি, আর ব'সে ব'সে শুধু
স্বপন বুনি।

শুনেছি অনেক ভাঙনের গান,
—লাগে না ভালো,
আমি চাই এই মধু হাসিটুকু,
এটুকু আলো।
কালো বিলখানি, এ ছোট কুটীর,
এই কোণটুকু সারা পৃথিবীর,
চাঁদিনীর হাসি, মেঘে ঘন ছায়া
কাজল-কালো,
শুধু এইটুকু সুমধুর হাসি,
এটুকু আলো।

এই বন্দরখানি

ভোরের আলোকে এই বন্দরখানি
স্মরণ-অতীত সৃষ্টি-দিনের এনেছে গোপন বাণী।
তিন দিকে এর ঘিরে' আছে ঘুরে' ঝক্‌ঝকে' নদী-জল,
শত শত ডিঙি ভিড়িয়াছে কূলে, দুলিতেছে ছল্‌ছল্‌,
মাঝি-মাল্লার লেগে গেছে ব্যস্ততা,
চৌদিকে জাগে কল-গুঞ্জন, হাজারো রকম কথা,
জাহাজ-ঘাটায় জমিয়াছে লোক, 'ভেসাল' বাহিছে জেলে,
ও পারে সবুজ তরু-পল্লব সবুজের যাদু মেলে'—
দিকে দিকে জাগে অসীম কৌতূহল,
সৃজন-প্রাতের রহস্য-লীলা ঘিরেছে এ তটতল।

জলবুকে যেন মায়াদ্বীপের মত'
জেগে আছে এই বন্দরখানি স্বপন-মাখানো কত'।
ঘুম থেকে যেন সহসা জেগেছে, নয়নে স্বপন লেগে,
আকাশ হেসেছে শঙ্খধবল মেঘে,
ছবিগুলি যেন প্রাণের পরশে দুলে' ওঠে রূপ নিয়ে,
ঘুম টুটে' হাসে সারা কূলখানি আলোক-অমিয়া পিয়ে,

কুটীরের গান

—কত দিক্ হ'তে কতনা তরণী বেয়ে,
কুতূহলী যত আঁখির আলোকে কূলখানি ফেলে ছেয়ে।
ইহারে ঘিরিয়া মেলেছে আজিকে বিরাট্ প্রাণের লীলা,
কাশফুলগুলি দুলিয়া পাগল, চমকে আকাশ নীলা।

দীর্ঘ দীর্ঘ কাঠগুলি ফেলা—গজারি, সুঁদুরী, শাল,
উহারি উপরে লাফালাফি করে অধীর ছেলের পাল,
নতুন জাগার চমক লেগেছে, লেগেছে ওদের প্রাণে,
চৌদিক্ তাই তোলপাড় করে মহা হুল্লোড়ে, গানে।

প্রাণের লীলায় উতলা হ'লরে, অধীর হ'লরে দিক্,
আকাশের সারা বুক কেঁপে আলো উছলিছে ঝিক্‌মিক্,
—ডিঙিগুলি ছল্‌ছল্,
সারা বন্দর ঘিরে' জাগে এ কি অসীম কৌতূহল!

সৃষ্টি-প্রাতের নতুন জাগার অপরূপ বিস্ময়
জাগিছে আজিকে দিক্-দিগন্তময়,
নিরালার সুর ভেঙেছে আমার অধীর হাওয়ার দোলে,
কলরবে আর কলগুঞ্জনে আমার পরাণ ভোলে।

বর্ষারাত্রি

অন্ধকার গ্রামপথ, বরিষে আষাঢ়,
সুষুপ্ত গহন রাত্রি, স্তব্ধ চারিধার।
একাকী নির্জ্জন গৃহে শুনিতেছি বসি'
অশ্রান্ত বর্ষণ-গান, বায়ু যায় শ্বসি' ;
গম্ভীর গরজে মেঘ, চমকে বিজলী,
হেন রাত্রে আঁখি কা'র ওঠে ছলছলি' ?

কে যেন চলিছে বনে, বাজিছে মঞ্জীর,
তিমিরে কাঁপিছে তা'র হৃদয় অধীর।
বারিধারা-সিক্ত তা'র সুনীল বসন
সম্বরি' চলিছে ধীরে চাপিয়া চরণ ;
চলিয়াছে অন্তহীন যুগ যুগ ধরি'
কণ্টকিত কাননের পথ অনুসরি'।

কুটীরের গান

গাগরীর বারি ঢালি,' করিয়া পিছল
কণ্টক গাড়িয়া পথে, সামালি' আঁচল
বরষার অভিসার শিখিয়া গোপনে
কে চলিত পাগলিনী প্রেমের স্বপনে ?
তিমির-কাননে তারি কম্পিত চরণ
বুঝিবা মিলায় ধীরে ছায়ার মতন।

তারি সাথে আজি মোর বিরহী পরাণ
নীরব বরষারাত্রে করিছে প্রয়াণ ;
ভাসিতেছে কানে কোন্ স্বপ্নময় সুর
চিরন্তন বেদনার—আকুল মধুর।
অন্ধকার টানিয়াছে গাঢ় অন্তরাল,
আমারে ঘিরিয়া আছে অন্তহীন কাল।

কোন্ সে মন্দির চির-নিরুদ্ধ-দুয়ার ?
চিরন্তনী বিরহিণী করে অভিসার।
ভুজগে পূরিত পথ, সংসার সুদূরে—
আমি আজি চলিয়াছি সেই কল্প-পুরে।
স্বপ্নাকুল দুই নেত্র, হৃদয় অধীর
রণিয়া রণিয়া বাজে সুদূর মঞ্জীর।

মহাকাল

এলো রাত্রি, অন্ধকার বিথারিয়া ঘনবনতলে।
অসহ মৌনের ভারে গ্রহতারা যেন দলেদলে
থমকি' রহিল শূন্যে ; প্রহরেরা স্থির গতিহীন ;
একটি রাত্রির বুকে ডুবিয়াছে চির রাত্রি-দিন।

নাহি ধ্বনি ক্ষীণতম, পাখীদের পক্ষ-বিধূনন,
বনভূমি রুদ্ধবাক্, সভয়ে হেরিছে দুঃস্বপন।
ঊর্ম্মিহীন বায়ুস্তর, স্তব্ধ যেন প্রচণ্ড আবেগে,
সমুদ্র থেমেছে যেন আসন্ন ঝঞ্ঝার কালোমেঘে।
দিগ্ব্যাপিনী এ কি মূর্ত্তি ! সমাস্তৃত দীর্ঘ জটাজাল
মুহূর্ত্তে সংহত করি' আসিলে কি তুমি মহাকাল ?

সহস্রের অশ্রুজল দৃঢ় হ'য়ে হ'য়েছে পাষাণ,
পঞ্জরাস্থি গড়িয়াছে যুগে যুগে প্রস্তর-সোপান,
তারি'পরে দাঁড়াইয়া কোটি-জীব-কঙ্কাল-বেদীতে
হেরিছ কি অন্ধকারে রক্তসিন্ধু বেগে তরঙ্গিতে ?

ছিন্ন হৃদি মানবের। বক্ষভাঙা দীর্ণ হাহাকারে
চাহে স্থির নীলাকাশে,—স্তম্ভিত প্রহরী সারে সারে
বাক্যহীন সারা রাত্রি,—নিশীথের স্তব্ধতা ঘনায় !
সান্ত্বনা আনেনা কেহ, আঁখি তুলে' কেহ নাহি চায় !

কুটীরের গান

মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝা জাগে, অসহন অনাবৃত নীল
আবরিয়া কৃষ্ণাম্বরে, তমিস্রায় ডুবায়ে নিখিল।
উচ্ছলিয়া ওঠে নদী। কম্পমান বনস্পতি-শিরে
রোষ-কষায়িত-আঁখি ভীমবজ্র গরজে গম্ভীরে।
কঙ্কাল-করোটি-রন্ধ্রে জাগে তীব্র হাহাকার-গান!
কুৎসিত অস্থির মালা, কোথা রূপ? কোথা দেহ, প্রাণ?

মুমূর্ষু সন্তান-শিরে নিষ্পলক আঁখি করি' নত,
চেতনে চেতনাহারা স্পন্দহীনা পাষাণীর মত'
একাকিনী বসি' মাতা, মৃত্যুচ্ছায়া ঘনায় কুটীরে;
অন্ধকার অমারাত্রি, বৃষ্টিবায়ু গরজিয়া ফিরে,
জলধারা পশে আসি' সন্তানের শয়ন-শিথানে,
মানে না মায়ের বাধা, ফিরে' ফিরে' আসে শয্যা-পানে।
—দুলিয়া কাঁপিয়া ওঠে জীর্ণগৃহ সুতীব্র পবনে,
নিবে যায় গৃহদীপ, গর্জ্জে মেঘ বিদারি' গগনে।
ক্ষীণ দুটি বাহু-পাশে শিহরিয়া সন্তানে জড়ায়,
...পদধ্বনি অন্ধকারে! মৃত্যুদূত এলো বুঝি হায়!

একি লীলা ভয়ঙ্করী? নিয়তির এ কি নিষ্ঠুরতা?
বোঝেনা মমতা ব্যথা, শোনেনা করুণ কাতরতা,
জানেনা মাটির বুকে প্রতি তরু শিকড় জড়ায়;
ছিঁড়ে লও, তবু তা'র দৃঢ়মূল কিছুতে না যায়।

কুটীরের গান

সহস্র পুরুষ হ'তে এক রক্ত এসেছে বহিয়া
গাহিয়া ব্যথার গান দেহে দেহে চলে তরঙ্গিয়া।
সন্তানে গড়েছে মাতা আপনারি বক্ষোরক্ত হ'তে
পঙ্ক যথা সৃজি' পদ্মে বক্ষ হ'তে তুলিছে আলোতে।
নিয়তি ছিঁড়িছে তারে ; নিঃশব্দে হেরিছ মহাকাল!
শোকাচ্ছন্ন রাত্রি ঘেরি' অন্ধকার তব জটাজাল।

সৃষ্টির প্রভাতে নাকি যুগান্তের ভেদিয়া তিমির
উঠেছিল সূর্য্যালোক, সিন্ধুবক্ষে দুলেছিল নীর,
স্তব্ধতার বক্ষে নাকি জেগেছিল কূজন-গুঞ্জন,
কলরব, কোলাহল—প্লাবি' এই মর্ত্ত্যের অঙ্গন!
কোথা আলো ? এত' শুধু ক্ষণিকের আলোর স্বপন!
মৃত্যুচ্ছায়া ঘিরে' আছে জীবনের প্রতি মুগ্ধক্ষণ।
দু দিনের কলরব! হাসি খেলা মুহূর্ত্তে ফুরায়!
রহেনা সে—তপ্তবক্ষ বক্ষে যারে রাখিলে জুড়ায়!

স্নেহহীন মহাকাল! ছিন্নমুণ্ডে খেলিছে নিয়তি!
মানবের ক্ষুদ্রবুকে বেদনার নাহিক' বিরতি।
কামনার অগ্নিসিন্ধু প্রেমোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিয়া উঠি'
বক্ষে যায় ভেঙ্গে চূরে', নিরাশ্বাসে পড়ে লুটি' লুটি'।
চূর্ণ হয়ে পঞ্জরাস্থি মিশে যায় পথধূলি-সনে
উড়ে যায় দূরান্তরে নিশীথের শ্মশান-পবনে।

কুটীরের গান

মিলনের মধুরাত্রে মুছে যায় সিঁথির সিন্দুর,
দৈন্যের ক্রন্দনমাঝে পুত্রহীনা কাঁদে শোকাতুর,
যুগযুগান্তর বসি' বেদনার চিরন্তন গান
শুনিতেছ মহাকাল !—দিকে দিকে চূর্ণ যত প্রাণ ।

আজিকার অন্ধকারে হেরি তাই তোমারি মূরতি,
নিঃশব্দ, গম্ভীর, মৌন, বিশ্ব যেন লভেছে বিরতি,
নাহি ঘুরে গ্রহচক্র, কম্পহীন অনন্ত অম্বর,
শ্মশানের নিস্তব্ধতা ঘিরিয়াছে বিশ্ব-চরাচর ।
বিপুল জগৎ আজি মুহূর্ত্তেকে থেমেছে থমকি',
ঘনকৃষ্ণ মৃত্যুস্রোতে তীব্র গতি সহসা চমকি'
চাহিয়াছে ঊর্দ্ধপানে—আরো ঘোর তমিস্র বিশাল
মহাকাল মেলিয়াছে পুঞ্জিত সুদীর্ঘ জটাজাল !

রাত্‌ভিখিরী

নিথর রাতির পথের মাঝে রাত্‌ভিখিরীর আনাগোণায়
শহরতলির নিঝুম গলির পথে-পথে কোণায়-কোণায়
আলোছায়ার আব্‌ছায়াতে,
হাল্‌কা তাদের চরণপাতে,
দ্রুত গতির ইসারাতে স্বপ্নসম কি সুর শোনায়।
অলক্ষ্যেতে ডাক দিয়ে যায় পরশ ক'রে সুপ্ত জনায়।

রাত্‌ভিখিরীর দলগো তা'রা নিঝুম রাতের অন্ধকারে,
ভিখ্‌ মেগে যায় হাল্‌কা হাওয়ায় পরশ ক'রে দ্বারে দ্বারে।
পথিক তা'রা আঁধার-পথে,
ভাসে ছায়ায় হাওয়ার স্রোতে,
ক্ষুধা তাদের মেটেনিক' তৃপ্তিবিহীন এ সংসারে,
অতৃপ্তিরই কামনা তাই ঘুর্‌চে বুকে হাহাকারে।

কুটীরের গান

পরলোকের দেশ হ'তে তাই আস্‌চে তা'রা চুপি চুপি
ও-লোক হ'তে এ-লোক পানে—কে জানেগো কিসের লুভী ?
আঁধারে কেউ ধনের মায়ায়
যক্ষ হ'য়ে রয় পাহারায়,
কেউবা আসে, হাওয়ায় যখন গন্ধ পাঠায় জুঁই-করুবী,
তারই মাঝে প্রিয়জনায় ডাক দিয়ে যায় চুপি চুপি।

বাহির হ'তে ঠেল্‌ছে দুয়ার আর কে যেন হাওয়ার সাথে !
বাতায়নে শিয়রে ঐ দাঁড়ালো কে দু'পর রাতে ?
দেয়ালে কা'র পড়্‌লো ছায়া ?
স্বপন নাকি ? ভুলের মায়া ?
ঝিল্‌মিলিতে শব্দ হ'ল ঐ না মৃদু ঝঞ্চনাতে ?
বুকখানা কে ছুঁয়ে গেল স্বপন-সম স্নিগ্ধহাতে ?

রাত্‌ভিখিরী ভিখ্‌ মেগে যায় আব্‌ছায়াতে ঘরে ঘরে,
অতৃপ্ত তা'র বুকের তৃষায় একটুখানি তৃপ্তি-তরে।
নেমে' আসে ভুবন-তলে,
উঁকি দিয়ে যায়গো চলে',
অলখপথের আনাগোনায় ডাক দিয়ে যায় পথের' পরে,
ঘুমের ঘোরে যায়গো ছুঁয়ে কামনারই তৃষ্ণা-ভরে।

২

রহস্য

এ বিশ্বের পরপারে
কোন্ সে অজানা সিন্ধু উথলিছে স্নিগ্ধ অন্ধকারে ;
ঊর্ম্মির ফেনায়
মায়া-কৌটা খুলে' খুলে' যায়,
রতন মাণিক
ঝলকিয়া ওঠে ঝিক্‌মিক্,
স্বর্ণ ইন্দ্রজাল
শূন্য দিগন্তের কোলে সন্ধ্যার ভূষণ-সম শোভে লালে-লাল।

রহস্যের দল
অতল জলধি হ'তে সন্তরিয়া উঠি অবিরল,
তরঙ্গ-দোলায় দুলি' লীলাভঙ্গে পড়িছে গড়ায়ে।
কত শত মূর্ত্তি যেন কুহেলি-জড়িত আবছায়ে
স্বপ্নসম আসে যায় চঞ্চল চরণে,
নিত্য করে আনাগোনা বিচিত্র বরণে।

কুটীরের গান

যতটুকু জানি,
তা'র পারে কত কিছু অজানা রহস্য যেন করে কানাকানি।
মৃতদের অমর পরাণ
সেইখানে ঘুরে' ফিরে কি করে সন্ধান,
ছায়ার মতন
দ্রুত আসে, দ্রুত যায়, স্বপ্নজালে মুগ্ধ দু'নয়ন।

অজানার দেশে কোন্ নিপুণ মায়াবী
সৈকত বিপ্লাবী
রহস্যের মহাসিন্ধু করে আলোড়ন,
মুগ্ধ করে মন!

ছায়াবাজি তার
মৃতদেহে নবপ্রাণ করিছে সঞ্চার।
এ'লোকে যতেক লোক মরেছিল বুকে নিয়ে ক্ষুধা,
মায়ালোকে পান করে সুধা,
কাহারো মরুর সম উত্তপ্ত পিয়াসা
শ্বসিছে দহন-দুখে, কিছুতেই নাহি মিটে আশা,
তৃষ্ণা তার কিছুতে না পূরে,
ছায়ালোকে মরে ঘুরে' ঘুরে'।

কুটীরের গান

ধূমের কুণ্ডলী
শূন্যপানে উঠিছে আকুলি'।
নীল, নীল, নীল
রহস্য নিখিল
প্রান্তরের প্রান্তসম দূর দূরান্তরে
মিশে' গেছে নীলিমায় থরে থরে থরে।
কভু যেন চমকিছে ইন্দ্রজাল-আরক্ত-বিজলী
কভু শুনি রহস্যের মহাসিন্ধু গরজে উছলি';
চারিদিকে চাই,
নাহি পাই।
এ বিশ্বের বাস্তবতা স্বপনের কাচঘর করে চূর্‌মার্‌,
সহসা লুকায়ে যায় রহস্যের বিপুল ভাণ্ডার।
কোন্‌ দূর দূরান্তরে যাদুমন্ত্রে ভরা কোন্‌ দেশ,
শূন্য স্বপ্ন, তবু তার সৌন্দর্য্যের নাহি সীমাশেষ।

বেহুলা

নীল, নীল সিন্ধুজল উচ্ছলিয়া চলিয়াছে
দিগন্তর পানে
যেথায় রক্তিম সূর্য্য রক্তাম্বরে নামিয়াছে
আজি সন্ধ্যাস্নানে।

সিন্ধুপাখী উড়ে' যায় মাল্য গাঁথি' ঝাঁকে ঝাঁকে
দিক্‌চক্রবালে,
জলোচ্ছ্বাস গর্জ্জি' ওঠে অশান্ত তরঙ্গ গানে
মত্ত নৃত্যতালে;

সন্ধ্যা-অন্ধকার নামে অনন্ত বারিধি-বুকে
পাখা বিস্তারিয়া,
পুঞ্জিত-আশঙ্কা-সম ছায়াতলে চতুর্দ্দিক্
ধীরে আচ্ছাদিয়া।

কুটীরের গান

পৃথিবীর কলকণ্ঠ অস্ফুট স্তিমিত এবে,
মেতেছে সাগর,
অন্তহীন তমিস্রায় মর্ম্মহীনা নিয়তির
যেন সহচর।

সামান্য ভেলায় বসি' প্রাণহারা পতিদেহ
যত্নে করি' কোলে,
বেহুলা চলেছে ভাসি' আন্দোলিত সিন্ধুনীরে,
উত্তাল কল্লোলে।

ধ্যানরত মূর্ত্তিখানি স্থির প্রতিমার মত
বিষণ্ণ সুন্দর,
বায়ুভরে কেশগুচ্ছ কপোলে পড়েছে আসি',
পীন বক্ষ'পর ;

ভ্রূযুগ প্রশান্ত স্থির, লক্ষ্য নাহি কোন দিক্,
চাহি' পতিমুখে—
মরেছে, কি মরে নাই— সংশয়-বিদ্যুৎ-রেখা
কাঁপি' ওঠে বুকে।

কুটীরের গান

আমাদের চোখে ভাসে   গাঙ্গরীর ঘাটে ঘাটে
ভেলার ভাসান,—
অনন্ত সাগর' পরে   নিবিড় তিমির নামে,
দিন অবসান।

আমাদের ঘিরি' ঘিরি'   নিরাশা-তরঙ্গ-দল
করে গরজন।
দেখি শুধু নির্নিমেষ   ব্যথাহত বেহুলার
দুইটি নয়ন।

৪

আমারে বেঁধেছে নদী

আমারে বেঁধেছে নদী,
তারি কলরোল শুনি উতরোল হৃদিতলে নিরবধি।
ছলছল তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে জ্বলে রৌদ্র-কিরণ-মণি,
কূলে কূলে জাগে পল্লবে বনে মৃদু মর্ম্মরধ্বনি,—
দুলে' দুলে' চলে কত না তরণী লহরে লহর তুলি',
বাতাসে উড়ায়ে সবুজ, বাদামী, শাদা, রাঙা পালগুলি ;
আমি তারি এক না'য়
কূলের বাঁধন ফেলিয়া চলেছি কোন্ দূর অজানায়।

কুটীরের গান

আমার নৌকা ঘিরে'
উর্ম্মিমালার অস্ফুট গান বাতাসে মিলায় ধীরে।
মধুর নেশায় ভরি' ওঠে মন, আঁখিতে স্বপন ভাসে ;
সুনীল আকাশ, চঞ্চলা নদী মায়াময় হাসি হাসে।
—কোথা যাই ? সে কি কল্পলোকের, ইন্দ্রধনুর দেশে ?
গোপন স্বপন মূরতি ধরিবে আজিকে যাত্রা-শেষে ?
উড়িয়া চলেছে মন,
আঁখির রাজ্য দূরে ফেলে রেখে গেছে সে বহুক্ষণ।

শিশুকাল হ'তে মোর
নদীতরঙ্গ-কল্লোলে যেন লেগেছে নেশার ঘোর।
নদীহারা দেশ, শুষ্কধূসর কঠিন মাটির' পরে
মায়াবাঁধা মন সেই উচ্ছলা মুক্তি খুঁজিয়া মরে।
…সেই ঢেউগুলি, কূলে কূলে তা'র সবুজের সমারোহ !
জল বুঝি কোন্ যাদু জানে, আর বাতাসে ছড়ায় মোহ।
আলো আর মেঘ হাসে,
সলিল-কুমারী তাদেরো বেঁধেছে মায়াময় বাহুপাশে।

বরণ

বহে ঝিরিঝির্ মৃদুল বাতাস
আজিকে ভোরে
আল্‌পনা আঁকা হিজলের ফুলে
কুটীর-দোরে।
আবীর-রঙের ঝরা ফুলে-ফুলে
ঢেকে গেছে ধূলি পথতরুমূলে
তারি পরে ফেলি' চরণ ছ'খানি
এসো গো ধীরে,
উষসী যেমন শান্ত শোভন
মেঘের শিরে।

আঁধার রাত্রি পার হ'য়ে এলো
আলোক-পাখী,
আকাশ চিরিয়া চলিছে জ্যোতির
রশ্মি আঁকি'।
যেতে যেতে এই কুটীরের ছায়,
আলোমুঠা তব ফেলে' যাবে পায়,
সিঁথায় ঝরিবে কনক-কিরণ
পাতার ফাঁকে।
চাহিয়া রহিবে মুখপানে উষা
মুগ্ধ আঁখে।

আসিবে, অমনি হাসিয়া উঠিবে
 আঙিনাখানি,
লক্ষ্মীর পদ-পরশে আপনা
 ধন্য মানি'।
দৈন্য কোথায় লুকাবে পলকে,
স্বর্গমহিমা ফুটিবে অলখে,
দেবীর মতন আসিবে হাসিয়া
 দীনের ঘরে,
উছলিবে আলো কুটীরের গায়,
 আঙিনা' পরে।

তোমারি লাগিয়া কানন-কুসুমে
 ফুটেছে হাসি,
তারায় তারায় বেজেছে নিশীথে
 আলোর বাঁশী!
তোমারি শান্ত চরণ-ভঙ্গে
সন্ধ্যার মেঘ হেসেছে রঙ্গে,
চরণ-পরশে কাঁপে তৃণদল,
 শিহরে সুখে,
এসো দেবি, আজ শান্ত নয়নে,
 সহাস মুখে।

শেষরাত্‌ থেকে নেমেছে বাদল

শেষ রাত্‌ থেকে নেমেছে বাদল,
পিছল হয়েছে পথ-ঘাট,
জল থই থই ডোবায় পুকুরে,
নির্জ্জন আজ হাটবাট।

আকাশ ভরিল ঘন মেঘে, হ'ল
হৃদয় মিলন-উন্মুখ,
গুরু গুরু কাঁপে আকাশের হিয়া,
দুরু দুরু কাঁপে মোর বুক।

রাতের আঁধার কাটেনি তখনো,
মেঘের আঁধার থম্‌থম্‌,
কত সোহাগিনী নিভৃত মিলনে,
বাহিরে বাদল ঝম্‌ঝম্‌।

আমার কেবল কম্পিত চিত
শঙ্কিত হিয়া ভাব্‌নায়
বিরহ-বেদন ঘনাইয়া আনে
গহন নিবিড় মেঘছায়।

কুটীরের গান

শেষ রাত্ থেকে হাত দিনু কাজে,
মন বসেনাকো কিছুতেই
পাঁচবার ডাকে তবে পশে কানে,
আমাতে যেন সে আমি নেই।

শ্বাশুড়ী শুধান্ "অসুখ করেছে ?"
মন ভরে মোর লজ্জায়,
চোখে আসে জল, সারারাত শুধু
কেঁদেছি শূন্য শয্যায়।

বাসন-কোষণ ভারী লাগে যেন,
শ্রান্ত এ তনু দুর্ব্বল,
হেথায় হোথায় জমিয়াছে জল
পথ ঘাট সব পিচ্ছল।

পুকুরের পাড়ে তাল-নারিকেল
ভেজে ঝিম্‌ঝিম্ বাদ্‌লায়,
চেয়ে থাকি দূর ব্যথিত আকাশে,
কত ব্যথা এসে মন ছায়।

কুটীরের গান

কবে তাঁর মনে দিয়েছি বেদনা,
কবে করেছিনু অভিমান,
তাই ভাবি, আর কাজ প'ড়ে রয়,
বহিয়া চলেছে দিনমান।

ভিজে ভিজে শুধু ঘর আর ঘাট
ঘুরিতেছি, কত হয় ভুল।
মনে নাহি পড়ে, কখন্ কোথায়
ফেলেছি কানের দু'টো দুল্।

বনবুকে কাঁপে বেদনা-তিমির
আঁখির কাজল ধুয়ে যায়,
কেতকীর প্রাণ শিহরে ব্যথায়,
কামিনীর শাখা নুয়ে যায়।

পুকুরের জল থল্ থল্ করে
শাপ্‌লা ফুটেছে বুকে তার,
তাল-নারিকেল-খর্জ্জুর-শিরে
ঘনায় মেঘের আঁধিয়ার।

ভাদ্র-ভোরে

ভাদরিয়া গাঙ্ উপছি' উঠেছে
জোয়ার-জল,
নদীর বাঁকের ধানক্ষেতে পশি'
হাসিছে কেবল ছলাৎছল্।
নৌকা ভাসায়ে চলিয়াছে মাঝি পাল তুলে'
গান ধরিয়াছে প্রাণ খুলে'
শাদা শাদা মেঘে হেসেছে সুনীল
আকাশ-তল।
ভাদরিয়া গাঙ্ হাসিছে অধীর
ছলাৎ ছল্।

ভাঙনের ধার, স্রোত্ ছুঁয়ে কাঁপে
গাছের ডাল
পুরাণো হাটের ছোট ঘর আজ
ডুবে গেছে সব, ভাসিছে চাল।
ছোট্ট ছোট্ট 'বাচারি'-ঘরের চা'র পাশে
ঢেউ-সখী গুলি জোর হাসে,
কাক-চীল-দলে মেলা বসে সেথা
সাঁঝ-সকাল।
পুরাণো হাটের ডুবে গেছে সব
ভাসিছে চাল।

কুটীরের গান

ভাঙা দালানের চারিদিক্ ঘিরে'
নাচন্ জল
প্রলাপের সুরে কি কহিয়া চলে
নব যৌবনে অনর্গল।
ভোরের আলোয় ঝকঝকি' ওঠে রূপ-জ্বালা
সাজে লাখে লাখে ঢেউ-বালা,
তা'রা কি সবাই বরুণ-পুরীর
পরীর দল ?
ঢেউগুলি হাসে, লুটে' লুটে' পড়ে
নাচন্ জল।

জল-খেলা করে ছিটায়ে ছিটায়ে
ছেলের পাল,
তাহারি ওধারে বাঁয়ে বেঁকে ওই
রেখা এঁকে গেছে গাঁয়ের খাল।
পাল তুলে ফেলে, খালে 'নাও' দিয়ে, লগি ঠেলে
দুরন্ত ঢেউ দূরে ফেলে,
বেয়ে চলে মাঝি ; লগি টেনে ধরে
গাছের ডাল,
'হিজল', 'বন্যা'—শাখা-প্রশাখায়
মেলেছে জাল।

কুটীরের গান

সরু খাল শেষ, এসেছে এবার
বিলের বুকে,
চারিদিকে জল, শাপ্‌লার দল
হাসিছে আলোয় স্বপন-সুখে।
উঁচু ভিটাটুক, কুঁড়ে ঘিরে' বিল আছে ছেয়ে
নেমে এসে ধীরে ভেলা বেয়ে
চলেছে গাঁয়ের কৃষাণ-তরুণী
শান্ত মুখে,
তারি যেন সখী শরতের মে
আকাশ-বু ।

গেঁয়ো তরুণীতে, আকাশের মেঘে
কুটুম্বিতা ;
বনরাণী আজ চিকণ আলোয়
এঁকেছে মাথায় সোনার সিঁথা।
ধান-মঞ্জরী হাওয়ার দোলায় হেলে দোলে
কার রূপ দেখে আঁখি ভোলে ?
কুমুদিনী তারে বেড়িয়া ফুটেছে
অনিন্দিতা।
আকাশে ভুবনে জানাজানি আজ
হয়েছে মিতা।

আজ শরতে

আজ শরতে ধানের গুছি কল্‌মিলতার দেখ্‌ছে স্বপন,
সুনীল আকাশ রূপার মতন মেঘের মোহে আজ্‌কে মগন ;
কূলে কূলে আকুল নদী
ভাঙ্‌ছে ঢেউয়ে নিরবধি,
পাল তুলে' দে' ভাবছে মাঝি শিউলি-ছাওয়া কুটীর-অঙন,
ভাব্‌ছে তাহার ফুল-হাসি-ঠোঁট, কাজল-কালো দুইটি নয়ন।

হয়তো এখন এম্‌নি আলো ঝিকমিকিছে গাছের তলায়,
দোরের কোণে রোদ্‌ পড়েছে, চালের উপর রোদ্‌ উথলায়,
আস্‌তে যেতে বাইরে-ঘরে
ছন্দে কাহার চরণ পড়ে,
চল্‌তে যেন পায়ে পায়ে পদ্ম-বিলে ঢেউ উছলায়
শাড়ীর আঁচল উঠ্‌ছে দুলে' ফুল-দোলানো হাওয়ার দোলায়।

কুটীরের গান

ভাব্‌ছে মনে কত কথাই, ছবির পরে জাগ্‌ছে ছবি,
আলোয় আজি শানাই বাজে, সুরে সুরে ভর্‌লো সবি।
আজ কেবলি ফিরে' ফিরে'
কুটীরখানি ঘিরে' ঘিরে'
কোন্ স্বরগের রূপের ছটা দেখ্‌ছে তারি বুকের কবি,
আজ প্রিয়া তার রূপের রাণী, ভাব্‌ছে মনে প্রেম-গরবী।

আশিন-হাওয়া বইছে উতল কাশের বনে ঢেউ তুলিয়ে,
মেঘের তরী ভাস্‌ছে নীলায় উদাসীদের মন ভুলিয়ে,
গাঙের বুকে ঢেউ লুটেছে,
প্রজাপতির ভিড় জুটেছে,
পথের পাশে ফুল ফুটেছে ঘরে ফেরার গান তুলিয়ে,
ছায়া-আলোয় গাঁয়ের পানে বইছে নদী কুল্‌কুলিয়ে।

হা'ল কেটে জল কি গান গাহে, শুন্‌তে মনে নেশাই ধরে,
উড়ন্ পাখী উড়াল দিয়ে কোথায় চলে আকাশ' পরে ?
ঝিম্ ধ'রে যায় আলোর মায়ায়,
পাখী ডাকে বনের ছায়ায়,
চেতন জাগে, নদীর জলে ভাসন্ মেঘের ছবি সরে।
ছায়া ফেলে লোক চলেছে পারাপারের সাঁকোর' পরে।

কুটীরের গান

অচিন গাঁয়ের গাঙ্‌কূলের ঐ ছায়া-করা পথটি দিয়ে
নেয়ে উঠে' চুল এলিয়ে চল্‌ছে বধূ কল্‌সী নিয়ে,
পা ফেলেছে সবুজ ঘাসে,
কার কথা আজ মনে আসে ?
ধানের মরাই, কুটীরখানি ঘরের স্মৃতিই দেয় জাগিয়ে।
যে যারে চায় তার তরে মন উঠেছে আজ উচ্ছ্বসিয়ে।

ধানের গুছি ঘিরেছে আজ কল্‌মি-লতা বাঁধন দিয়ে।
শুভ্র শিথিল শিউলি-বোঁটায় কোন বেদনার গান শুনি এ ?
কৃষাণ-বধূ পথের পানে
ব্যাকুল আঁখির চাউনি হানে,
মেঘের মালা চল্‌ছে ভেসে' দেশের পরে দেশ ছাড়িয়ে,
আকাশ আজি উতল গাঙে ঝাঁপ দিয়েছে সব হারিয়ে।

কোথায় ছিল ভোলা-মনের এতদিন এ উতল কাঁদন ?
তপস্বী কি চাইছে আজি প্রিয়ার দু'টি বাহুর বাঁধন ?
ছন্নছাড়া ঝঞ্ঝাহত
দগ্ধমরু জীবন যত
চাইছে ফিরে পিছন-পানে, বক্ষে জাগে অধীর রোদন।
ঘরের ছায়া—দূর সুদূরে !—আস্‌ছে পূজা, আস্‌ছে বোধন !

চেয়েছিনু তব মুখ-পানে

সারারাত্রি জেগে জেগে চেয়েছিনু তব মুখপানে,
কৃষ্ণতার' ছুটিনেত্রে, স্বপ্নময় প্রশান্ত বয়ানে ;
মনে হ'ল গ্রীষ্মতপ্ত নিদাঘের নিশীথ বাতাসে
সুষুপ্ত ধরণীভরা জ্যোছনার সুস্নিগ্ধ আভাসে,
সারাটি রজনী-জাগা তারকার অপলক চোখে
তোমারি লাবণ্যখানি ছড়ায়েছে ছায়ায় আলোকে।

নাহি জানি, কেন তব আলিঙ্গনে জীবন হারাই,
তব স্পর্শ-সরোবরে ডোবে প্রাণ, প্রাণ ফিরে পাই।
তুমি যেন তুমি নহ ; তব তনু অঙ্গখানি ঘিরে
শত কবি-কল্পনার স্বপ্নতরী দলে দলে ভিড়ে;
মেঘে মেঘে পাল তুলি', দুলি' দুলি' স্বরগ-গঙ্গায়,
নীলের সমুদ্রে ভাসি' হেথা এসে তা'রা কূল পায়।
দিবসের যাত্রাপথে যেই শুভ্র আলোকের তরী
বনচ্ছায়ে লীলাভঙ্গে শব্দহীন কাঁপে থরথরি',
সেও আসি' থামিয়াছে তব নেত্রে শান্ত তারকায়,
সমাপ্ত সঙ্গীত যথা কেঁপে কেঁপে মর্ম্মে মূরছায়।

তোমারে ঘেরিয়া কত প্রকৃতির রূপ-আবর্ত্তন।
বরষার শ্যামশোভা, শরতের চম্পক-ভূষণ,

কুটীরের গান

শীতের স্তিমিত দ্যুতি, বসন্তের পুষ্প-মহোৎসব,
মেঘের পেলব কান্তি, তরঙ্গের যৌবন-বৈভব,
সকলের রূপসনে তব রূপ গেছে যেন মিশি,'
স্পর্শে তাই নাহি পাই, ধ্বনি তার ভাসে দিশি-দিশি।

কেমনে লভিব সখি? নিখিলের রূপ-অভিসারে
তব রূপ চলিয়াছে কত শত বিচিত্র আকারে!
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমা' মনে হয় নূতন নূতন!
কোথায় লভিলে সখি, এত রূপ, এত আয়োজন?

তরঙ্গ-আহত কূলে শুনি রূপ-সমুদ্রের গান
তোমার লাবণ্য ঘেরি' কল্লোলিত সারা দিনমান।
চুম্বি তব ওষ্ঠপুটে, আলিঙ্গনে বাঁধি বাহুপাশে—
তোমার আপন রূপ বন্ধহীন দূরে দূরে ভাসে।
স্বপ্ন-প্রতিমার মত' দাঁড়াইয়া তরঙ্গ-শিয়রে
শুনিছ সঙ্গীত-সুর—ধরাতল পুলকে শিহরে!

—দেখিনু, কখন তুমি জানু মম উপাধান করি'
নিঃশব্দে ঘুমায়ে গেছ, স্থির জ্যো'স্না সর্ব্ব অঙ্গ ভরি'।
স্তব্ধ চন্দ্রালোক-তলে মনে হ'ল তব সুপ্তি-সুর
নূতন সঙ্গীত রচি' এ ভুবন করেছে মধুর।

শরতের দিনে

আজি এই স্বপ্নময় নিরালা দুপুরে
কি যেন মোহন সুরে
নিখিলের প্রাণখানি কাঁপিতেছে মোহের আবেশে।
—আসিতেছে ভেসে'
সুদূরের স্নিগ্ধ ছায়াভাস।
আজিকার শান্ত নীলাকাশ
ঝলিছে উজ্জ্বল রৌদ্রে, শঙ্খশুভ্র মেঘমালা হাসে,
কি যেন দূরের স্বপ্ন আকাশের পথে পথে ভাসে।

ঝ'রে-পড়া শিউলির দল
শুকায়ে গিয়েছে রৌদ্রে, শ্যামপত্র কাঁপে ঝলমল,
মেখেছে যেন সে এই শরতের সোনার স্বপন,
সুদূরের ক্লান্ত তান, কাশ-ফুলে যে মায়া মগন,
যে কোমল স্পর্শটুকু মাখা আছে মেঘে,
যে করুণ মোহটুকু রৌদ্রে-পোড়া ঝরাফুলে লেগে।

কুটীরের গান

ক্লান্ত সুর আরো ক্রমে ক্লান্ত হ'য়ে আসে,
অবসন্ন আলোটুকু শান্ত, স্থির নদী-বুকে ভাসে,
—ঝিলিমিলি ছায়া কাঁপে বাগানের গায়,
অস্তগামী আলোটুকু কাঁপে ধীরে পাতায় পাতায়,
কাঁপে ভাঙা দেয়ালের পরে,
নারিকেল-পত্র দোলে অবসন্ন বাতাসের ভরে।
ঘিরে' আসে ধরণীরে সুকোমল রহস্য-ছায়ায়
স্বপ্নভরা সোনার মায়ায়।

—আজি মনে হয়,
সত্য মিথ্যা দ্বন্দ্ব এত, সত্য গুপ্ত, মিথ্যা কিছু নয়,
পুণ্য পাপ ভালো মন্দ, ভুল—সবি ভুল,
অসীম রহস্য জাগে অপার, অকূল।

এই যে মোহন স্বপ্ন শরতের প্রাণে
স্থির নদী বক্ষভরা রহস্যের গানে,
এর মাঝে আছে কোন্ উদাসিয়া সুর
ছাড়ায়ে ধরণী-সীমা ভেসে চলে অন্তহীন দূর,
ভেসে' যায়, শুধু ভেসে' যায়,
কবির কল্পনা শুধু তারি ছায়া পরশিতে চায়।

তাই সে র'চেছে স্বর্গে সোনার নন্দন,
অপ্সরীর মায়াবন,
সিন্ধুতলে দেখেছে সে বরুণের পুরী,
অনন্ত রূপের ঢেউ কল্লোলিছে পৃথিবীর সারাবক্ষ জুড়ি'।

রহস্যের রূপ, সেই তা'র সত্যকার রূপ।
অন্তরের ধূপ
যদি কভু সৌন্দর্য্যের শিখা লভি জ্বলে,
হৃদয়ের তলে
দেখিব মধুর স্নিগ্ধ রহস্যের মৃদু ধূপছায়া,
কূলহারা স্বপনের মায়া।
সেই শুধু সত্যকার দেখা
মানস-আলোকে যবে অসীমে হারায় সীমা-রেখা।

বেতস-লতায়

যে ছায়া নেমেছে স্তব্ধ সজল দূর ঘন বন-শিরে
তাহারি আঁধার জমেছে আমার গহন মনের তীরে।
সারা প্রাণ মন অর্ঘ্যের মত সাজায়ে আনি'
সঁপিবারে চাই আমারে তোমায় হৃদয়-রাণি,
সে পূজার ক্ষণ আসেনা আমার, বাধা পায় ফিরে' ফিরে',
তাহারি বেদনা অশ্রুপুঞ্জে জমিছে হৃদয় ঘিরে'।

পূজার লাগিয়া তুলি যে কুসুম, কালো হয় কামনায়,
প্রেমের স্বপন পথহারা হ'য়ে ফেরে মোর মন-ছায়।
বিপুল ব্যথায় চমকিয়া চাই চেতনা মানি'
আপনার প্রাণে অনুতাপ-বাণে আঘাত হানি,
পূজার প্রদীপ কামনার শ্বাসে বারে বারে নিবে' যায়,
দেবীর আসনে পাইনি তোমায়, প্রাণ কাঁদে বেদনায়।

গহন জটিল মনোবনভূমি, তাহারি আঁধার-তলে
নিবিড় নিশীথে ছোট মন্দিরে নিবে' নিবে' বাতি জ্বলে,
কতবার লই পূজা-উপচার রচনা করি',
নিমেষে কখন ঘুমঘোরে হায় লুটায়ে পড়ি,
জেগে উঠে দেখি, নিবেছে প্রদীপ, ভাসি পুনঃ আঁখিজলে
দেবীর আসনে আসেনি সে দেবী, ব্যর্থতা পলে-পলে।

কুটীরের গান

তোমাতে হেরিব স্বর্গ-মহিমা, জ্বলেনা যজ্ঞানল,
সূর্য্যের পানে চাহিয়া হিয়ার খোলে না কমল-দল।
  কবে পাবো দেবি, আসিবে হিয়ার এ মন্দিরে?
  অরুণ-আলোক উছলিবে তব অঙ্গ ঘিরে',
কামনা-কালিমা মুছে' যাবে সব, মানস-কানন-তল
তব মহিমার জ্যোতির্ম্মালায় হ'বে আলো-ঝলমল।

সেই ক্ষণ লাগি' কাঁদি নিশিদিন, তাহারি স্বপনে জাগি
আপনার হিয়া সমিধ্ করিয়া সেই শুভদিন মাগি।
  বেদনায় জ্বলে সারা মন মোর দিবস রাতি
  পেয়েও তোমারে পাইনি যে আজো জীবন সাথী,
তাই আজি এই বিক্ষোভ-দোল ধ্বনিছে তোমার লাগি'
আমি যে তোমার—শিশির যেমন অরুণের অনুরাগী।

এ কি অতৃপ্তি! এ কি হাহাকার! শত সিন্ধুর রোল!
উথলে হিয়ায় চির অশান্ত উন্মাদ কল্লোল।
  সারা বন মথি' বহে উদ্দাম ব্যাকুল বায়
  কাঁদিছে গহন নিবিড় তিমির কানন-ছায়।
কাঁপিছে পরাণ বেদনাসিক্ত অশান্ত উতরোল,
বেতস-লতায় কেন আজি হায় প্রলয়-ঝঞ্ঝা-দোল?

দূর-তৃষ্ণা

আমি কি থাকিতে চাই এই তীরে, এ ক্ষুদ্র কুটীরে ?
ক্ষণে ক্ষণে উঠি চমকিয়া।
সুদূরে দিগন্ত-সীমা মিশিয়াছে নীল সিন্ধুনীরে,
মোরে ডাকে হাতছানি দিয়া।

কত উর্ম্মি ছলছলি' দোলাইবে সিন্ধুতরীখানি,
নৃত্যপরা শতেক অপ্সরী
হাসি' হাসি' ঢলি' ঢলি' করিবে কতনা কানাকানি,
সারাদিন সারারাত্রি ভরি ;
হয়ত' সুপ্তির ঘোরে নিশীথিনী র'বে নিমগন,
তারি মাঝে জাগিয়া সহসা,
হেরিব একটি তারা—আকাশের একটি স্বপন
স্মিরিতির মাল্য হ'তে খসা ;
ঝিকিমিকি সিন্ধুজল ; দূরে কোন্ পোতাশ্রয়ে জ্বলে
লাল নীল বিচিত্র আলোক,—
অপূর্ব্ব সে মায়ামন্ত্রে তরঙ্গিত জলধি উছলে,
আঁখি-আগে জাগে স্বপ্নলোক।

ভাবি, আর তৃপ্তিহীন দূরতৃষ্ণা দুলায় অন্তর,
বক্ষে শুনি সাগর কল্লোল,
বিপুল রহস্যগানে ভরি' ওঠে বিশ্বচরাচর,
নিযুত তরঙ্গ দেয় দোল।

জীবন-সন্ধ্যায়

প্রাণে প্রাণে পুঞ্জ হয়ে ছিল
শত লক্ষ বেদনার ভার,
জীবনের অনন্ত আগ্রহে
অন্তহীন ব্যথা ব্যর্থতার।
জীবনের বসন্ত উদয়ে
যা কিছু চেয়েছি যতদিন—
সুখস্বপ্ন মরুর আগুনে
ব্যর্থতায় হয়েছে বিলীন।
কামনার পারুল-মুকুল
গন্ধামোদে উঠিয়াছে জাগি'
কতনা তরুণ হিয়া চাহি',
একবিন্দু প্রেমসুধা লাগি',
নিষ্ফল বাসনা-রাশি মোর
অগ্নিদাহে গেছে ঝলসিয়া,
আকাঙ্ক্ষার মায়া-মরীচিকা
দূরান্তরে গিয়াছে সরিয়া ;
শুধু তৃষ্ণা, মরুবহ্নিজ্বালা
আপনার ক্ষুদ্র বুকে বহি'
মরিয়াছি পুড়িয়া আপনি
আপনারি অগ্নিদাহে দহি'।

কুটীরের গান

যাদের বেসেছে ভালো প্রাণ,
তাহারাই অবহেলা করি'
এ বুকে আগুন জ্বেলে দিয়ে
দূর হ'তে দূরে গেছে সরি'।

আজি এই অপরাহ্ন-বেলা
জীবনের দিগন্তে দাঁড়ায়ে
দাহ-শেষ ভস্মময় বুকে
মরণের সুশীতল ছায়ে,
নাহি আর কামনা-বাসনা,
নাহি মরি ব্যর্থতার দু'খে
সব শেষ, সব অবসান!
শীতলতা ছেয়েছে এ বুকে।

তুলিতেছ বয়সের কথা?
মিছে ছায় সে সকল কথা,
বুকে হাত দিয়ে দেখ দেখি,
সব শেষ, শুধু শীতলতা।
দেখ দেখি, নাড়ী কত ক্ষীণ,
রক্তস্রোত স্তব্ধ হয়ে আসে,
চূর্ণ সব বুকের পঞ্জর
ভস্ম হয়ে আছে এক পাশে।

কুটীরের গান

কত ক্ষীণ আজি রক্ত স্রোত,
আনন্দ সে গিয়াছে শুকায়ে,
প্রাণটুকু চাহে কোন্ ছায়া,
কোথা চাহে পড়িতে লুকায়ে।
হাসিটুকু ? ভুল, সব ভুল,
এ যে ক্ষীণ মরণের হাসি ;
বুকের আনন্দ কই প্রিয় ?
শ্মশানের শান্ত ভস্মরাশি।

আনন্দে দোলেনা আর বুক,
বেদনায় ওঠেনা শিহরি'
পরাণের পরতে পরতে
আঘাত কাঁপেনা হিয়া ভরি'।
পরাণের সূক্ষ্মতন্ত্রীগুলি
বেদনার আঘাতে আঘাতে
ছিন্ন আজি, কোন সুর আর
কেঁপে কেঁপে বাজেনা তাহাতে।

তরুণ চাঁপার কলি সম
উগ্রগন্ধমদে ভরা হিয়া
গন্ধহীন স্পন্দহীন আজি
পড়ে ধীরে ধূলায় ঝরিয়া।

কুটীরের গান

অশ্রুরাশি আঁখি কোণে সব
শুষ্ক হয়ে গিয়াছে মুছিয়া
শুষ্কবৃন্ত আনন্দের হাসি—
হারায়েছে, ভেঙ্গে গেছে হিয়া ;
রক্তরেখা মুছে গেছে আজি
জীবনের অস্ত-গোধূলিতে
বিশ্রামের সুষুপ্তি ঘনায়
শ্রান্ত প্রাণ আবরিয়া নিতে।
অবেলায় ঝরিল কুসুম,
থামিল এ বুকের কাঁপন,
দুঃখ নাই, নাহি কোন সুখ,
নাহি হাসি, নাহিক কাঁদন।
শুধু শেষ, শুধু অবসান,
অন্ধকার, স্নিগ্ধ অন্ধকার,
চেয়ে দেখ, দূর দূরান্তরে
কোন্ তারা ফুটে পরপার।

প্রথম মানব

সৃষ্টির প্রথম ক্ষণে জগতের আদিম মানব
হেরিল বিস্মিত চক্ষে স্বপ্নে ভরা স্তব্ধ যেন সব।
কোথা হতে আসিল সে, জন্মিল সে কেমন করিয়া,
অঙ্গ তার কে রচিল, শক্তি দিল কে দেহ ভরিয়া ?

প্রথম প্রভাত-রশ্মি দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে
নবীন রহস্যসম। সিন্ধু-উর্ম্মি পড়িল গড়ায়ে
বালুকার কূলে কূলে মৃদুল মধুর নব স্বনে ;
চারিদিকে কেহ নাই, একাকী সে বিস্মিত নয়নে।

তারে ঘিরে আলোকিত সীমাহীন উদার আকাশ,
তাহারে পরশি' বহে প্রভাতের সুস্নিগ্ধ বাতাস,
যেন তা'রা তারি কোন্ অজানিত আপনার জন,
রহস্যে ধরণী ভরা, চিত্ত তার বিস্ময়ে মগন।

চাহিল সে উর্দ্ধপানে—ভাষাহীন উদার আলোক,
পদপ্রান্তে সিন্ধুবেলা—বালুময় কিবা স্বপ্নলোক।
চৌদিকে বিশাল বিশ্ব আপনারে দিয়াছে মেলিয়া,
অসীম রহস্যজাল রহিয়াছে তাহারে ঘেরিয়া,

তার মাঝে মুগ্ধ হিয়া, মুগ্ধ আঁখি সে শুধু একাকী।
সব আছে, শুধু তার সৃষ্টিবার্ত্তা কে রেখেছে ঢাকি'।

ঘুম-নিঝুমি

নিশীথরাতে যায়গো ডেকে বুনো হাঁসের দল
হাওয়ায় পাখার শব্দ জাগে বালুতীরের তল।
নদীর বুকের অতল তলে
রহস্যেরই ধারা চলে,—
চপল ঢেউয়ে তারই গীতি গাইচে নদী জল,
বালু-ছুঁয়ে স্বপন-সুরে গাইচে কলকল্।

ছায়ায় মাখা বালুর কূলে বন-ঝাউয়ের ঝাড়,
মাঝে মাঝে দীর্ঘ জটিল অশথ-বটের সা'র।
ঘুমের ঘোরে কোন্ অজানা
পাখীরা সব ঝাড়্চে ডানা,
আব্ছায়াতে রহস্য-সুর জাগ্চে চারিধার।
বিজনকূলের মায়াবিনী বিছায় মায়া তা'র।

কত মায়া গোপন আছে বিজন বালুর বুকে,
তারই সুরে জাগ্চে সাড়া বুনো হাঁসের মুখে।
হাওয়ায় ভাসে তারই আভাষ,
মৃদুল সুরে চম্কে আকাশ,
নীরবতার বুক হতে তার স্বপন হাসে সুখে
লক্ষ যুগের স্মরণ জাগে বালুতীরের বুকে।

কুটীরের গান

পাতারা সব অন্ধকারে কর্‌চে কানাকানি,
সুপ্ত স্মৃতির কাহিনীটি বক্ষে ব'য়ে আনি'।
ঘুমের ঘোরে শিহরণে
কি সুর জাগায় বিজন বনে,
উদাস হাওয়া যায় মিলিয়ে কোন্ দূরে না-জানি!
চমক লাগে হঠাৎ শুনে আবার মৃদু বাণী।

ইঙ্গিতে কি সুর জাগালো বুনো হাঁসের দল
বিজন বুকের গোপন কথা কইলো তীরতল।
বন-ঝাউয়ের বুকের কথা
অশথ-ছায়ার নিবিড় ব্যথা
নিথর'পরে পাখীর সুরে জাগ্‌লো কি আজ? বল্।
তীরের বুকে ঢেউ ভেঙে কি কইলো নদীজল?

নিশীথ রাতের বুকের তলের স্বপনটুকুর সুরে
তারারা সব কয় কি কথা সারা আকাশ জুড়ে'?
আচম্‌কা ডাক ডাক্‌লো পাখী,
স্বপন দেখে জাগ্‌লো নাকি?
উড়ো-পাখীর ডানার ধ্বনি মিলালো কোন্ দূরে!
বন-ঝাউয়ের বুকে বাতাস এলো আবার ঘুরে'।

অতৃপ্ত পরাণ

আমার মরম-গান
বেদনা কম্পিত স্নেহে ধরা-বক্ষে যেন স্পন্দমান।
সুদূর কুটীর-তলে ক্ষীণ দীপ-শিখা
আরক্ত অক্ষরে তা'র লিখিয়াছে বাসনার লিখা।
চন্দ্রালোকে স্বপ্ন দেখে শুভ্র বালু-তীর,
অস্ফুট বেদনা যত নিরালায় করিয়াছে ভিড়
ছায়াসুপ্ত মুগ্ধ বনতলে।
শিহরিছে দলে-দলে
সচকিত অন্ধকারে কম্পমান আশঙ্কার মত'
জোনাকীর আলো-শিখা যত।

চমকে তরঙ্গশিরে জ্যো'স্নালোকে কামনার মালা,
সুখের উচ্ছ্বাসে তা'র শিহরিছে বেদনার জ্বালা।
জনহীন সৌধমালা তন্দ্রামগ্ন শুভ্র জ্যোছনায়
অতীতের স্বপ্ন দেখে তরুতলে নিঃশব্দ ছায়ায়।
ঘুম-ঘোরে প্রেম স্মৃতি ভরে
উদাস বাতাসে ওই পুষ্পকুঞ্জ চকিতে শিহরে।

কুটীরের গান

তৃপ্তিহীন বেদনায়
নিখিলের হিয়াখানি কাঁপে যেন মোর মর্ম্মছায়।
নিখিল ভুবন
ঘিরিয়াছে যেন আজ অতীতের ব্যথার স্বপন।
জ্যোছনা—সে ব্যথায় উদাস,
অঙ্গে অঙ্গে চামেলির লাবণ্য-বিলাস,
মূর্চ্ছাতুর যেন কোন্ প্রেমিকের স্মৃতি-সৌধ'পরে,
করুণ কামনাটুকু লেগে আছে ব্যথিত অধরে
ধরার কোমল প্রাণ পরশিছে আমার পরাণ
তাহার অন্তরে শুনি আমারি সে বেদনার গান।
আমারি অতৃপ্তিসুর মাখা আজি উদাস জ্যো'স্নায়,
ধরিত্রীর বক্ষপাত্র ভরা মোর প্রেম-বেদনায়।

সান্ত্বনার বাণী

স্বাতী নক্ষত্রের যেন এক ফোঁটা মন্ত্রপড়া জল
বেদনার স্মৃতিমালা সুখস্পর্শে ক'রেছে শীতল।
নাহি জানি সুখ কি বেদন
আমার মর্ম্মের সুরে ভরিল এ নিখিল ভুবন।
কোমল তরঙ্গ তুলি'
কাঁপাইয়া বালুচরে জ্যো'স্নামাখা কাশগুচ্ছগুলি
সুদূর দিগন্ত হ'তে মধুর বাতাস
বহি' আনে স্বরগের করুণা-আভাস,
ব্যথাতুর মরমের 'পরে
চন্দ্রালোকে যেন আজি দেবতার আশীর্ব্বাদ ঝরে।
এই নদী জল—
কা'ল রাত্রে বক্ষে তা'র দেখেছিনু বেদনা অতল,
আজি তার সান্ত্বনার গান
সুকোমল স্নেহস্পর্শে শীতলিছে আমার পরাণ।
সান্ত্বনার বাণী
শান্ত করে আজি মোর ব্যথা-তপ্ত ক্লান্ত হিয়াখানি।

গাঁয়ের স্বপনে ভুলি

শহরের বুকে ব'সে ব'সে আজ
গাঁয়ের স্বপনে ভুলি,
যেথা আজি এই ভোরের হাওয়ায়
কদম উঠিছে দুলি'।
আকাশ জুড়িয়া মেঘের আঁধার,
কাননে আঁধার ছায়,
পাতা কাঁপাইয়া, ডাল নোয়াইয়া
বহিছে বাদল-বায়।
ছোট কুঁড়েখানি পুকুরের পাড়ে
বনের একটি পাশে,
দোরখানি খুলি' শ্যামলী মেয়েটী
সেথা বাহিরিয়া আসে।
বনপথে চলে শাড়ীটি টানিয়া,
অপরাজিতার ফুল,
তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি মধুর,
চাঁপা নহে তা'র তুল।

কুটীরের গান

চাহনিতে তা'র বিজন বনের
ছায়ার কাজল মাখা,
ওষ্ঠে তাহার ভোরের আলোর
মধুর হাসিটি আঁকা।
চলনে তাহার পাতার কাঁপন,
অধীর পূবের বা'য়
ঢেউ-কাঁপানিয়া উড়ানো আঁচলে
ফুল-বন দুলে' যায়।
শ্যামল গাঁয়ের শ্যামলিয়া বালা
মাটির বুকের ফুল,
আকাশের মেঘ, সাগরের ঢেউ
কেহ নহে তার তুল।
নগরীর বুকে বসে' বসে' আজ
তারি ছবি আঁকি মনে,
নাগরীর রূপ নাহি লাগে চোখে,
মিলে না হৃদয়-সনে।
কল্পনা-পথে ঘুরি বনে-বনে
গাঁয়ের বালারে হেরি,
গ্রামের সাথে যে মন গাঁথা, তাই,
আরতি তাহারে ঘেরি'।

শরতে

আজিকার নির্ম্মল আকাশ
মাখিয়াছে শরতের লাবণ্য-আভাস।
চিক্কণ কোমল মেঘ কূলহারা স্বপনের মত'
বক্ষে তার ভাসিছে নিয়ত।
ফেনশুভ্র শরতের হাসি উছলায়
তরঙ্গিত কাশগুচ্ছে, নিরমল স্নিগ্ধ শুভ্রতায়,
কুসুমের লাবণ্য-বিলাসে,
ঝ'রে-পড়া শেফালির রাশে।

এই হাসি আলো
দিকে দিকে এ ভুবনে কি মায়া বিলালো,
সুদূরের স্বপ্নখানি কাঁপে আজি সুনীল আকাশে,
রৌদ্রালোকে তারি আভা দিকে দিকে ভাসে।
শরৎ-লক্ষ্মীর রূপ কি লাবণ্যে উপছিয়া পড়ে,
মোহের পরশে তার সুকোমল শেফালিকা ঝরে,
পুষ্পদল চকিতে শিহরে।

কুটীরের গান

এই মোহখানি
নিখিলের মর্ম্মতলে কোথা ছিল গোপন না জানি,
জাগিয়াছে শরতের চকিত পরশে
চোখে মুখে তারি আলো উছলিছে লাবণ্যের রসে।

এই রূপাভাস
মরমের জাগরণে কতবার হয়েছে প্রকাশ।
যে মায়া লেগেছে আজি শেফালির বুকে,
তাহারি রঙীন্ আলো হাসিয়াছে কত শুভ্র কিশোরের মুখে,
কাঁপিয়াছে প্রেম-বেদনায়
মরমের কোমল আভায়।
কেমনে না জানি
চেতনা অতীত এই মরমের স্নিগ্ধ স্পর্শখানি
সুরে সুরে হয়েছে প্রকাশ।
সীমাহীন তারি ছায়াভাস
বিস্ময়ের স্বপ্নলেখা আঁকি' দিল দিগন্ত-সীমায়,
দূরান্তের মরীচিকা কাঁপিছে অনন্ত নীলিমায়।

শরৎ-প্রভাতে

রৌদ্রতপ্ত শিশির স্নিগ্ধ
মোহের আবেশখানি
শেফালির দল মরমে নিয়েছে টানি'।
আঙিনা ভরেছে দু'মুখীর ফুলে
কোমল বাতাসে ঝিরিঝিরি দুলে,
আজি শরতের সোনার স্বপন
এনেছে মোহন বাণী।

আজি নির্ম্মল সুনীল আকাশে
বাজে আগমনী গান,
কাশের গুচ্ছ শিশিরে ক'রেছে স্নান।
নদীকূলে আর পাখীদের গানে
মরমের দেশে তারি বাণী আনে,
নিখিল-পরাণে রৌদ্র-বীণায়
কাঁপে শরতের তান্।

দূরের বাতাস ভেসে' ভেসে' আসে
বহিয়া দূরের বাণী,
পিয়াসী মুকুলে সুদূরের সুর আনি'।
প্রজাপতি তার রঙীন্ পাখায়
শরতের সোনা মেখে নিয়ে যায়,
আঙিনার মত' পূজাফুলে আজ
ভরা মোর হিয়াখানি।

সাদাঘোড়ার সওয়ার *

কেমন করিয়া হারান্থ তোমায়
জানিনা প্রিয়া,
উঠেছিল ঝড় ক্ষ্যাপা বাতাসের
দাপট নিয়া।
ব্যগ্র এ মোর বাহুযুগে ধরি'
যতনে তোমায় রাখিন্থ আবরি'
ঘন দুর্য্যোগ হ'তে;
কেমন করিয়া চলে' গেলে সখি?
এ বুক সাহস হারায়েছিল কি,
এক সাথে যবে চলেছিন্থ দোঁহে
শিলাবন্ধুর পথে?

---

* M. Ghosh—The Rider of the White Horse.

কুটীরের গান

চাহিনু ও দু'টি শঙ্কা-করুণ
নয়ন-পানে
কহিনু কাতরে—"লেগেছে আঘাত
পথ-পাষাণে !"
বেদনা যাতনা অবসাদ ভুলি'
সান্ত্বনা দিতে আঁখিদু'টি তুলি'
চাহিলে মধুর হেসে,
মোর হাতখানি তুলে' নিলে ধরি'
—ক্ষীণ তনুখানি উঠিল শিহরি' ;
উন্মাদ ঝড় আঘাতিয়া গেল
ভীষণ রুদ্র বেশে।

ক্ষ্যাপা জানোয়ার জাগিল আবার
লুকালে বুকে ;
শাদা হ'য়ে এলো কপোল তোমার,
রহিলে ঝুঁকে।
অবশ অসাড় মাথাখানি নুয়ে
আমার ব্যাকুল বুকখানে থুয়ে
রহিলে ক্লান্তি ভরে।
"আঁখি তুলে চাও, চাও ওগো প্রিয়া,"
—বেদনাবিবশ মূরছিল হিয়া
মৃত্যু-মলিন আঁখি তুলি' যবে
তাকালে নয়ন' পরে।

কুটীরের গান

শান্ত-আঁখি কে সওয়ার এলো
এ পথ দিয়া,
সহিতে না পারি' সে দিঠি, চমকি'
উঠিল হিয়া।
অদ্ভুত তা'র পিরাহাণ গা'র
শুভ্র অশ্ব বাহন তাহার,
আসিল শব্দহীন।
মায়াময় তার মাথার মুকুট
যুগ-যুগান্ত কাঁপিছে অফুট
দুলি'ছে ভূষণে, আঁধার বসনে
চিরকাল চিরদিন।

সন্ধ্যা-মলিন ছায়ার বরণ
বসন তা'র
অস্ফুট মুখ, অস্ফুট তা'র
স্বর গলার।
ক্ষীণ তনুখানি শ্রান্ত প্রিয়ার।
"নিয়ে চলে' যাই এই দেহভার"
—কহিল আগন্তুক।
মূর্চ্ছাকাতর ক্ষীণ দেহ ধরি'
নিঠুর সবলে নিয়ে গেল হরি',
নিবিড় বাদলে অশ্ব, সোয়ার,
মিলালো দোঁহার মুখ।

কুটীরের গান

ডাকিনু কাতরে "ফিরে এসো বুকে
এসোগো প্রিয়া।"
পথপানে চাহি' আকুল ব্যথায়
উছসে হিয়া।
কোথায় লুকালো সে তুরঙ্গম?
কাঁদিছে ক্ষুব্ধ হিয়াখানি মম
পথ চেয়ে সাথী-হারা।
বনে বনে বায়ু গুমরিয়া যায়,
সিক্ত তরুর শাখায় শাখায়
শুধু উন্মাদ হাওয়ার কাঁদন,
অশান্ত বারিধারা।

মানুষের সুখে দুঃখে গাঁথা ছিল এদের পরাণ *

মানুষের সুখে দুঃখে গাঁথা ছিল এদের পরাণ,
বেদনায় সিক্ত হ'ত, উথলিত হরষে চকিতে,
জাগিত মধুর করুণায় ; শুনিত উষার গীতি,
দেখিত দিনান্ত-শোভা, ধরণীর বহু বর্ণবিভা।

দেখেছে গমন-লীলা, শুনিয়াছে সঙ্গীতের সুর,
জানিয়াছে স্বপ্ন, জাগরণ ; দিয়েছে, পেয়েছে প্রীতি ;
উঠিয়াছে বিস্ময়ে চমকি' ; বসিয়াছে নিরালায়,
পরশ ক'রেছে ফুল, পুষ্পাধর, সব তার শেষ !

সারাদিন বায়ুভরে হেসে হেসে খেলা করে জল
আকাশের আলোক-পরশে। তারপরে কুহেলিকা
সহসা ঘনায়ে আসে, থেমে যায় ঢেউয়ের নাচন,
যেন কা'র অঙ্গুলির চকিত ইঙ্গিতে। শুধু থাকে
রাত্রির অঞ্চলতলে মহিমার নিটোল শুভ্রতা,
নিথর সংহত জ্যোতি, দীপ্ত শান্তি, বিপুল বিস্তার।

---

* Rupert Brooke—These Hearts Were Woven of Human Joys and Cares.

গরীব ছেলেদের গান *

গরীব ছেলে আমরা সবাই, হাতের সাথে মিলাই হাত,
দিনের সেরা আজ্‌কে দিন এই, রাতের সেরা আজ্‌কে রাত্‌।
আকাশ জুড়ে' সারি দিয়ে নাচ্‌ছে যত তারার দল
একটি তারা—উজল তারা—জ্বল্‌চে উঁচোয় কি ঝল্‌মল!

গরীব ছেলে আমরা সবাই, ঠোঁট্‌ আমাদের জমাট্‌-নীল
গাইতে নারি মোদের গীতি ধনীর মত' দরাজ-দিল্‌
কণ্ঠে মোদের স্বর ওঠেনা, পেটে মোদের অন্ন নাই,
তবুও এই খুসীর রাতে ফূর্ত্তি ক'রেই কাটাই ভাই।

আমোদ করি, ফূর্ত্তি করি, আজ্‌কে মোদের মহোল্লাস,
একটি তারা—নতুন তারা কর্‌চে আলো নীল আকাশ,
বেথ্‌লেহেমের রাজা-রাখাল হাস্‌চে কেমন আজ্‌কে রাত্‌,
তাই ভাবি আর দিল্‌ খুলে' আজ হাতের সাথে মিলাই হাত।

* Richard Middleton—The Carol of the Poor Children

কুটীরের গান

আমরা কি মা ন্যাংটা সবাই, আমরা কি মা দুঃখী জন ?
ঐ দেখ না, দুয়ার খুলে' রাজারাণী আনেন ধন।
শীতের জাড়ে কাতর কি ভাই ? আয়না ছুটে', চল্ হোথায়,
ঘোড়া-গাধা শোয় যেখানে—ঠাঁই নেবো সেই খড়-গাদায়।

আমরা সবাই গরীব ছেলে, নইকো তবু তেমন দীন,
নতুন রাজার জন্মে যারা গাইতে নারে কণ্ঠহীন।
আমরা সবাই প্রাণ দিয়ে গাই ; কুহেলি-নীল গগন-গায়
একটি তারা—নতুন তারা—করুণ হেসে মধুর চায়।

B18361